দৈনিক সংবাদ

২০/১১/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ......

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি হচ্ছে ?

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নৈরাজ্য কি চলতেই থাকবে? রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর হল (
দখলের পর এখন শুরু হয়েছে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, প্রোক্টর-প্রভোস্ট প্রভৃতি পদ দখলের
কোথাও লাগাতার ধর্মঘট ডাকা হচ্ছে, কোথাও উপাচার্যের অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়া
সিন্ডিকেটের বৈঠক বসতে দেয়া হচ্ছে না। শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। দুঃখে
হচ্ছে, এসব 'আন্দোলনের' সামনে ছাত্রদল ছাত্রশিবিরের লিডার-ক্যাডারদের দেখা গেলেও নেপথে
কলকাঠি নাড়ছেন একশ্রেণীর শিক্ষক। নিয়মনীতির ধার না ধেরে তারা গায়ের জোরে উপা
'পদত্যাগে' বাধ্য করার রাস্তা ধরেছেন।

অতীতেও দেশে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপাচার্য পরি
রেওয়াজ কখনও ছিল না। এমনকি '৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি আমলে
উপাচার্যরা তাদের মেয়াদ পূর্ণ করতে পেরেছেন। এবার কেন এই ব্যতিক্রম? অধিকাংশ বিশ্ববি
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উপাচার্য নির্বাচিত হন। তাকে ইচ্ছেমত সরিয়ে দে
না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি অনুযায়ী উপাচার্য পরিবর্তন করতে চেয়েছিল।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বরখাস্ত করা হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত উপাচার্যকে সরি
সম্ভব হয়নি। সেটা বেআইনি, অবৈধ হতো। তার জন্যেই এখন 'আন্দোলনের' মহড়া?

অতীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যা হয়নি সদ্য বিদায় নেয়া তত্ত্ব
সরকারের আমলে তা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকল শিক্ষা প্র
সৃষ্টি হয় নৈরাজ্যকর পরিবেশ। অবনতিশীল সহিংস পরিস্থিতির জন্য একে একে সবগুলো বিশ্ব
বন্ধ হয়ে যায়। দেশের বহু কলেজও বন্ধ হয়ে যায় কিংবা অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়। তত্ত্বাবধায়ক
এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ তো নেয়ইনি বরং নৈরাজ্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দিয়েছে বলেই মনে হয়েছে
হামলা, পালটা-হামলা, গোলাগুলি, বোমাবাজি ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুনর্প
নিরাপদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদায় নিয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈরাজ্য সৃষ্টিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে চারদলীয় জোটের
ছিল কিনা সে প্রশ্ন এখন করে লাভ নেই। এখন বেগম খালেদা জিয়া সরকারের প্রথম কাজ হ
প্রতিষ্ঠানগুলো সচল করা। প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের পদত্যাগ দাবি করা হচ্ছে
প্রবণতা বন্ধ করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যিনি যেখানে আছেন, তাকে সেখানে
বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে। বর্তমান সরকার বিষয়
তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করেন ততই মঙ্গল। উচ্চাভিলাষী শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনগুলোর অছাত্র
চাপে নতি স্বীকার করলে উচ্চশিক্ষা যেমন লাটে উঠবে তেমনি সরকারের ভাবমূর্তিও মলিন হতে থ

বর্তমান সরকার সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে; কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে
তৎপরতা দমনে তেমন কোন পদক্ষেপ এখনও দেখা যাচ্ছে না। গত সরকারের শাসনামলে
প্রতিষ্ঠানগুলোতে তুলনামূলকভাবে যে শান্ত অবস্থা বিরাজ করছিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আম
তা নষ্ট করার জন্য উস্কানি কোথা থেকে আসছে, তা বোধহয় কর্তৃপক্ষের অজানা নেই। এদিকে স
বাড়ছে, পরীক্ষা পিছাচ্ছে, পড়াশোনা বন্ধ, উপাচার্যদের অফিসে তালা বা হামলা ইত্যাদি অশুভ ত
চলছেই। দু'জন মন্ত্রীর চাপে নাকি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বৈঠক স্থগিত করতে হয়। এ
বর্তমান সরকারের নীতি?

বেগম খালেদা জিয়া দ্বিতীয়বারের মতো শাসন-প্রশাসনের দায়িত্ব পেয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
কিভাবে এবং কারা সৃষ্টি করে তা তার অজানা থাকার কথা নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথাকথিত অ
বিস্তার করে কোন রাজনৈতিক ফায়দা যে ওঠানো যায় না তাও বর্তমান সরকারের কর্মকর্তাদের
উচিত। কাজেই আমরা আশা করব, সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য
যথাযথ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবে। চর দখলের মতো বিশ্ববিদ্যালয় দখল শিক্ষার পরিবেশ উ
সরকারের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করবে না।